R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকম্যাকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

বিদ্যুতের অভাবে অচল পাওয়ারলুম

মির্জাপুর, ৯ ডিসেম্বর—এখানে অতি সম্প্রতি একটি পাওয়ারলুম বসবার অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। অথচ এটা চালু হলে প্রায় ৭০ জন বেকারের কর্মসংস্থান হবে, রেশম স্পিনিং রিলিং ও উইভিং হবে। এখন দিনের আলো ছাড়া রেশমশিল্পের সূক্ষ্ম কাজে যে অসুবিধা হয়, বিদ্যুৎ এসে গেলে সেই অসুবিধা দূর হবে, রাত্রেও রেশমের কাজ করা যাবে, উৎপাদন এবং আয় বাড়বে। তাই এখানকার রেশমশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দাবি, অবিলম্বে অনুমতিপ্রাপ্ত পাওয়ারলুমটি চালু ও রেশম বস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক সরকারের তরফ থেকে।

নদী জলোত্তোলন ও গুচ্ছ সেচ প্রকল্প

বিশেষ প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের কানুপুর, খিদিরপুর, গদাইপুর ও মঙ্গলজনে প্রস্তাবিত ৪টি নদী জলোত্তোলন প্রকল্প রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য সেচ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আজ বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়ে বিডিও বলেন, অনুপনগরের জন্য অনুরূপ একটি প্রকল্প তৈরী করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা বা

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ প্রবন্ধঃ

সবুজের সম্ভাবনায় সবুজ সঙ্কেত, অন্তরায় ফরাক্কার জল

কিসমৎ গাদীর কিসমৎ

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ প্রকল্পের নাম রি-একসকাভেসন অব ক্যানেল বা খালের পুনঃ সংস্কার। উদ্দেশ্য ড্রেনেজ কাম ইরিগেসন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে ভাগীরথী নদীর উজিরপুর ঘাট থেকে বেরিয়ে একটি খাল খড়খড়ি নাম নিয়ে সাগরদীঘি থানার কিসমৎ গাদীতে গিয়ে মিশেছে। উৎপত্তিস্থল উজিরপুর থেকে সঙ্গমস্থল গাদী পর্যন্ত এই খালের দৈর্ঘ্য ১৭ কিলোমিটার। রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থা সেচের জন্য খালটি সংস্কারের একটি খসড়া প্রকল্প সেচ দপ্তরে পাঠান। রাজ্য সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন করে চার লাখ ৫০ হাজার ৮৪৬ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেন। কিন্তু গত মাসে প্রকল্পের কাজে হাত দিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ বাধা পান ফরাক্কার জলে।

সমীক্ষা বলছে, এই খালের দুই মাথায় দুটো স্লুইশ গেট বসিয়ে অতিরিক্ত জল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে, সারা বছর সেচের জল পাওয়া যাবে, তিনটে ফসল ফলানো যাবে এবং রাজ্য সরকার যে সাড়ে চার লাখ টাকা সংস্কারের জন্য খরচ করবেন—এক বছরে সেই টাকা উঠে গিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থার হিসেবে প্রকাশ, খড়খড়ি বা কিসমৎ গাদীর এই সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কানুপুর থেকে পশই পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কানুপুর, জরুর, মির্জাপুর, দফরপুর ও রাণীনগর অঞ্চলের ২৩টি মৌজা; রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ইলিয়াসপুর ও মহম্মদপুর মৌজা এবং সাগরদীঘি ব্লকের হরিরামপুর, চাঁদপাড়া ও কিসমৎ গাদী মৌজা সেচের আওতায় আসবে। এবং এইভাবে এক খালে দুই থানা তিন ব্লকের ২৮টি মৌজার সাকুল্যে এক হাজার পাঁচ একর জমি সেচসেবিত হবে।

অতিরিক্ত ফলন পাওয়া যাবে, হিসেব বলছে, বছরে তিনটি। এখনকার চেয়েও ফি বছর উৎপাদন বাড়বে :— (১) খারিফ শস্যের মধ্যে ধান বেশী ফলবে ৩,৬০০ কুইন্টাল। বাড়তি আয় হবে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। (২) পাটের ফলন বাড়বে ১,২০০ কুইন্টাল। বিক্রী করে অতিরিক্ত টাকা মিলবে ১ লাখ ৮০ হাজার। (৩) রবি শস্যের মধ্যে গমের উৎপাদন বাড়বে ৪,৫২০ কুইন্টাল। বাড়তি দাম বাবদ পাওয়া যাবে ৬ লাখ ৩ হাজার টাকা। এবং (৪) অন্যান্য খাতে শাক-সব্জি অতিরিক্ত উৎপন্ন হবে ২,০০০ কুইন্টাল, যা বেচে আয় হবে ২ হাজার টাকা। বাজার দর হিসেবে মোট আয় বেড়ে যাবে, ১৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। কর্মসংস্থান হবে এক লাখ বেকারের। যদিও গত মাসে প্রকল্পের কাজে হাত দিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ থমকে গিয়েছেন ফরাক্কার জলে।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৫০টিরও বেশী গাড়ীকে সবসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট ও তার সমস্যা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক আজ জানান যে, গত পরশু তাঁর অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় ঘাট তদারকির জন্য পাঁচ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমে আছেন এস এল আর ও, এস ডি পি ও, এস ডি ও, জঙ্গিপুর পুরসভা এবং ঘাটের প্রতিনিধিরা। এ ছাড়াও ওই

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট

বিশেষ প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর—আর কিছুদিনের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছে। তার কারণ, নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে, জঙ্গিপুর আদালতের সরকারী উকিল ললিতমোহন মুখারজি শহর রঘুনাথগঞ্জে ও মির্জাপুরের সুকুমার সরকার মির্জাপুরে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য রঘুনাথগঞ্জ এক নং ব্লকের শিল্প দপ্তরে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এবং প্ল্যান্টের টাকা কোম্পানীর ঘরে জমা পড়েছে। এক মাসের ভেতর এগুলি চালু হয়ে যেতে পারে। এতে যে গ্যাস উৎপন্ন হবে তাতে রান্না হবে, আলো জ্বলবে এবং আবর্জ্জনা থেকে সার প্রস্তুত করা যাবে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বোভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল

পরীক্ষা বর্জন

১৯৭৫ সালের অন্তিমলগ্নের একটি চমকপ্রদ নাটক বি-এ, বি-এস-সি পারট-টু অনার্স ও পাস কোর্স পরীক্ষাবর্জনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা। নাটকের মূল বিষয়টি জমজমাট হইলেও প্রয়োগনৈপুণ্যের কোন গলদ হয়ত ছিল; কেন না নাটকটি জমিয়া উঠে নাই। নানা স্থানে পরীক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষাদান, আবার পরীক্ষাবর্জন অসফলভাবে হইয়াছে ও হইতেছে।

কিন্তু কেন এই পরীক্ষাবর্জন? পরীক্ষার্থীরা মর্জিমত পরীক্ষা দিতে না পারার জন্যই কি এত বড় বিভ্রাট? অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির পরীক্ষাগত কোন পরিচালনার ত্রুটি? প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে দেখা যায়, পূর্বোক্ত বিষয় নাকি এই গণ্ডগোল ঘটাইয়াছে।

অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন—ইহাদের মূল্যায়নের জন্যই প্রচলিত পরীক্ষা এবং তাহার মাধ্যমেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ। অর্জিতজ্ঞানের পরিচয় প্রদানের জন্য পরীক্ষাকে সৎভাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতায় কোন দৈন্য যদি যুবসমাজের আসিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে এক বিরাট অভিশাপ বাঙ্গালী জাতির উপর নামিয়া আসিতেছে। শিক্ষাগত উৎকর্ষের দিক দিয়া বাঙ্গালী বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

পরীক্ষাবর্জনে কাহার কি যায় আসে? বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি আগামী বারে আরও বেশী পরীক্ষা কি পাইবে। অভিভাবকসমাজ আরও এক বৎসরের জন্য শিক্ষাব্যয় বহন করিবেন। পরীক্ষার্থীরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য একটি অমূল্য বৎসর হারাইয়া পুনরায় পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু এখনও ঘনকৃষ্ণ মেঘে রূপালী-রেখার মত কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আছেন, যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার দাপে ও চাপে ভগ্নোদ্যম হইতেছেন। আসমুদ্র হিমাচল দুর্বৃত্তে ছাইয়া গিয়াছে, বিশ্বাস হয় না। তবে কেন দুর্বৃত্তেরা চিহ্নিত হইতেছে না? কেনই বা দেশ তথা জাতিকে এমন দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে? পরীক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষাদান কার্য নিরুপদ্রব ও সুষ্ঠু করিবার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ আশু প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক সমাজ এবং সরকারকে এক সুচিন্তিত ও সকল কর্মসূচী হাতে লইতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থায় কোন বিশৃঙ্খলা জাতির পক্ষে নিঃসন্দেহে অমঙ্গলজনক।

কড়া ফরমান্, শিক্ষাক্ষেত্রে গণ-টোকাটুকির অবসান

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর যেমন দেখা গিয়েছে বিরোধী দলের ভিত অত্যন্ত দুর্বল, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান-কল্পে তেমনি ডজনখানেক কড়া ফরমান্ জারি করে বোঝা গেল, গণটোকাটুকি বন্ধ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এতদিন প্রশাসন সক্রিয় ছিল না বলে পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও নিরাপত্তা ছিল না। ছাত্ররাও প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের কেউকেটা বলে মনে করে গণটোকাটুকির মত মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বছর পাঁচেক ধরে আমাদের দেশ নকল স্নাতক, নকল শিক্ষক, নকল ডাক্তার, নকল এনজিনিয়ার, নকল উকিল প্রভৃতিতে ভরে গিয়েছিল। আর কয়েকটা বছর এভাবে চলতে থাকলে কি ঘটতে পারতো সে কথা বলাই বাহুল্য।

* * *

এই সব ফরমান্ জারীর পর জঙ্গিপুর কলেজের শিক্ষা-সংক্রান্ত ইতিহাস যে নতুন করে লিখতে হবে প্রথম দিকে এ ধারণাটা কারও ছিল না। তবে একটা কিছু ঘটবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল থমথমে আবহাওয়ায়। জঙ্গিপুর কলেজ অধ্যক্ষ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র পরিচালক ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আগেভাগেই সাধারণ্যে এক ইস্তাহার প্রচার করেন। ইস্তাহারের বয়ানে বলা হয়, কিছুদিন যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে তার অবসানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং শিক্ষা কমিশনারের নির্দেশে ২১ নভেম্বর জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠকে বসে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত কলেজ অধ্যক্ষরা সিদ্ধান্ত নেন—(১) পরীক্ষার সময় পরীক্ষা-কেন্দ্রের চারদিকে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে এবং কোন অবৈধ সমাবেশ বরদাস্ত করা হবে না (২) পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে কোন বই, খাতা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া চলবে না, প্রয়োজনবোধে প্রশাসন-কর্মীর উপস্থিতিতে তল্লাসী করা হবে (৩) এ্যাডমিট ও রেজিষ্ট্রেসন কারড ছাড়া কোন পরীক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না (৪) পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই নির্দিষ্ট আসনে বসতে হবে (৫) পরীক্ষার্থী, কর্তব্যরত কর্মচারী এবং পুলিশ ছাড়া কাউকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না (৬) অধ্যাপকদের অবশ্যই ইনভিজিলেনসের কাজ করতে হবে। ইনভিজিলেটরদের কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন এবং (৭) পরীক্ষা চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশাসক কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাগৃহ পরিদর্শন করবেন এবং কোন পরীক্ষাগৃহে কোন নকল ও অসদুপায় অবলম্বন হতে দেখলে তাঁরা অন্যায়কারীকে যে কোন রকমের শাস্তি দিতে পারবেন। ১৯৭৫ সালের পারট টু এবং ১৯৭৬ সালের প্রি-ইউ ও ডিগ্রীকোরসের পরীক্ষার্থীদের এই ইস্তাহারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকেও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট চার দফা নিষেধাজ্ঞা জারীর কথা ঘোষণা করে জানানো হয়, পরীক্ষাকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় না রাখলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে মিসা আইনও প্রয়োগ করা হতে পারে। বলতে বাধা নাই এই 'মিসা' দাওয়াই ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনের কাজ করেছে

* * *

বি-এ, বি এস-সি পারট টু পাস ও অনারস্ মিলিয়ে এবার জঙ্গিপুর কলেজের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬৫৭। পরীক্ষা দিয়েছে ১৩১ জন। অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার করতে হয়েছে ২ জনকে। এদের মধ্যে একজন ছাবঘাটি স্কুলের আরবী শিক্ষক, নাম মঃ মহসীন। প্রথম কয়েকদিন পরীক্ষাই হয়নি ছাত্রদের পরীক্ষা বর্জনের ফলে। ইংরেজীতে ব্যাক পেপারের পরীক্ষার্থীরা ৯ ডিসেম্বর প্রথমে পরীক্ষায় বসে। সেদিন ২৯ জনের মধ্যে ১৬ জন পরীক্ষা দেয়। তাদের দেখাদেখি রেগুলার পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসে আংশিকভাবে। অরঙ্গাবাদ কলেজে পাস কোরসের পরীক্ষা হয়েছে বলে খবর এসেছে।

* * *

আজ আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি প্রবেশদ্বারে তল্লাসি করা হচ্ছে বলে ছাত্ররা পরীক্ষা বর্জন করেছে বলে যে গুজব ছড়িয়েছে এবং সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হয়েছে তা সত্য নয়। আসলে টুকতে দেওয়া হয়নি বলে পরীক্ষা হয়'ন। দেখেছি, বাইরে বই-খাতা জমা দিয়ে এ্যাডমিট কারড পরীক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ঢোকানো হচ্ছে। শুধু তাই নয় ঘরের নম্বরও বলে দেওয়া হচ্ছে সুবিধার জন্য। জায়গায় জায়গায় পুলিশ পাহারা ছিল, আশেপাশে কোন জমায়েত চোখে পড়েনি। সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, যার খুশী হয়েছে সে পরীক্ষা দিয়েছে, যার হয়নি সে দেয়নি। পরীক্ষা বর্জন ও অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে এই বছরে কোন রকম সাপলিমেণ্টারী পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খবরের কাগজে সকলেই তা পড়েছেন। ছাত্ররা বলছে, হঠাৎ এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারা ভাবতেই পারেনি। তাই পড়াশোনা করেনি। ট্রাডিশন ভাঙতে অর্থাৎ টোকাটুকি না করে পরীক্ষা দিতে তারা ৩ মাস সময় চাইছে। অধ্যক্ষ ডঃ ধর জানালেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামককে তিনি ছাত্রদের বক্তব্য জানিয়েছেন।

* * *

পাক বেতারে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটানো হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে। শিক্ষা ব্যবস্থায় গণটোকাটুকি ও নৈরাজ্য জীইয়ে রাখতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই রটনার কাজে লিপ্ত হয়েছে। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা কিছুতেই

মেনে নিতে পারছে না। এমন এমন সব কুৎসা রটাচ্ছে যা ছাপার অযোগ্য। প্রশাসন এবং শহরের সুস্থ নাগরিকদের এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আর একটা ব্যাপারে প্রশাসনকে সাবধান থাকতে হবে। তা হলো দলবাজি। ছাত্রদের কাছে শুনেছি কলেজে দল গোছানো এবং নিজেদের দলে সমর্থক যোগাড়ের জন্য এতদিন পরীক্ষার সময় অবাধ টোকাটুকির জন্য ডান-বাম-কং-কট্টর প্রমুখ সব দলের সমর্থকরা হাত মেলাতো। এবার সে সুযোগ হারিয়ে এদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা লক্ষ্যণীয়। সব শেষে গণটোকাটুকি রোধ, দুর্নীতি দূরীকরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে টোকাটুকির কুফলের ইতিহাস স্কুল-কলেজে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে এবং স্কুল-কলেজে ভর্তির সময় টোকাটুকি করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে—এই মর্মে বণ্ড লিখিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং সেই বণ্ড অমান্যকারীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার-সহ কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে অনুরোধ থাকছে।

ট্রাকে পিষ্ট হয়ে ছাত্রের মৃত্যু, উত্তেজনা

ধুলিয়ান, ৬ ডিসেম্বর—আজ এই শহরের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র খোসমুদ্দিন সেখের ট্রাকে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মহকুমা পুলিশ অফিসার ও সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপে সেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

প্রকাশ, ভারত ক্যারিয়িং-এর একটি ট্রাক ব্যাক করার সময় একটি বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে সে পার হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ট্রাকটি পেছন থেকে দেওয়ালের সঙ্গে পিষে দেয় খোসমুদ্দিনের দেহকে। সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়, আহত হয় আর একজন। ট্রাকের চালক ও ক্লীনার পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রুত মৃতদেহটি সরিয়ে ফেলে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে। খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ অফিসার এবং সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক হাজির হন। তাঁরা প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের শাস্তিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিলে জনতা শান্ত হয়, অবস্থা আয়ত্তে আসে।

'মুর্শিদাবাদশ্রী' জঙ্গিপুরের ছেলে নিতাই দাস

রঘুনাথগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের সদস্য ও জঙ্গিপুর শহরের হরিসভা পল্লীর ছেলে নিতাই দাস ৩০ নভেম্বর বহরমপুরে ডাঃ বিমল সিংহ রিক্রিয়েশন হলে মুর্শিদাবাদ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং তিনটি গ্রুপে 'মুর্শিদাবাদশ্রী' উপাধি লাভ করে। তার এই কৃতিত্ব জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম। এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। জেলাওয়ারী ফলাফল: নিতাই দাস—প্রথম ও 'মুর্শিদাবাদশ্রী' (রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্র), জয়দেব সরকার—দ্বিতীয় (বহরমপুর বিবেকানন্দ ক্লাব), ভবৈনক মালাকার—তৃতীয় (বেলডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাব)।

গুচ্ছ সেচ প্রকল্প (১ম পৃষ্ঠার পর)

সমবায়ের মাধ্যমেও এই ব্লকে ২০০টি ক্লাসটার (গুচ্ছ সেচ প্রকল্প) বসাবার চেষ্টা চলছে। এবং রাণীনগর অঞ্চলে তুঁতচাষের উদ্যোগ-আয়োজন চালানো হচ্ছে।

শ্যালো টিউবওয়েল: সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকের মধ্যে ছ'টিতে ৭২৬ শ্যালো টিউবওয়েল বসানো হবে আগামী আর্থিক বছরে। ব্লকওয়ারি এগুলি বসবে সুতী ১নং ব্লকে ১০৮ ও ২নং ব্লকে ১২৪টি, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ২১৬ ও ২নং ব্লকে ১০৮ টি এবং সাগরদীঘি ব্লকে ২৪০টি। বিশেষজ্ঞদের মতে ফরাক্কা ব্লকটি শ্যালো বসাবার উপযুক্ত নয়। তা বলে যে একেবারে শুকনো রাখা হবে তা নয়। ওখানে খাল ও নদী জলোত্তোলন প্রকল্পে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। মহকুমা শাসক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরটি জানিয়েছেন জঙ্গিপুর সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি।

৫০ টিরও বেশী গাড়ীকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ঘাট কর্তৃপক্ষকে পারানি-তালিকা প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখতে হবে, কড়াকড়িভাবে ঘাটের সর্ত ও নিয়মকানুন মানতে হবে এবং ন্যায্য পারানি নিতে হবে। অন্যথায় ঘাট ইজারাদারকে দায়ী করা হবে। এবং এ সব দেখাশোনার জন্য একজন পুর-প্রতিনিধি দৈনিক ঘাটগুলি পরিদর্শন করবেন।

নবগঠিত টিমটি ইতিমধ্যেই পাঁচটি ঘাট পরিদর্শন করেছেন। তাঁদের একজন জানালেন, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন, পঞ্চাশটিরও বেশী ধান বোঝাই গরুগাড়ীকে পার হওয়ার উদ্দেশ্যে সবসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বিকল্প ঘাট ও দ্রুত পারাপারের প্রশ্নে মহকুমা শাসক বলেন, জায়গার অভাবে বিকল্প ঘাট তৈরী সম্ভব নয়। কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সব জায়গা রয়েছে, ঘাট করার জন্য তা পাওয়া যাবে না। দ্রুত পারাপারের জন্য ষ্টিল বোট ব্যবহারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। যদিও ষ্টিল বোট শুধু মোটোর যান পারাপারের জন্য সংরক্ষিত, গরুগাড়ীর জন্য নয়, তবুও খরচ পোষাবার জন্যে ভাড়া বেশী দিলে গরুগাড়ী পার করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এক্ষেত্রে বোঝাই গাড়ীপিছু দু'টাকা ও খালি গাড়ীপিছু এক টাকা করে ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে নৌকায় ভাড়া লাগে পঞ্চাশ পয়সা। কাজেই এই ব্যবস্থা কার্যকর এখন গরুগাড়ী মালিকদের উপর নির্ভরশীল।

লঞ্চ সারভিস চালুর দাবি: অপর এক সংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সম্মিলিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতির নিকট প্রেরিত এক আবেদনে নিরাপদে ঘাট পারাপারের সুবিধার জন্য অবিলম্বে লঞ্চ সারভিস চালুর দাবি জানিয়েছেন।

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

নাম পরিবর্তন

আমার নাম শ্রীহরিদাস পাল ছিল। জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতে এফিডেবিট করিয়া আমার নাম শ্রীহরিপদ পাল করিলাম।

শ্রীহরিপদ পাল
সাগরদীঘি, (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি যুব-সম্মিলনী পাঠাগারে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য পরিচালনার জন্য অস্থায়ীভাবে একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হইবে। কার্য্যকাল ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৬ পর্য্যন্ত। প্রার্থী নিম্নোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা—উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা সমতুল।

২। সাংগঠনিক যোগ্যতা।

আগ্রহী প্রার্থীগণ সাতদিন মধ্যে সম্পাদক, যুব-সম্মিলনী পাঠাগার, পোঃ সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় সরাসরি আবেদন করিবেন।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর, জি, জি ১৯

আবার প্রমোদকর বাকী

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর—ইতিপূর্বে এই শহরের ছায়াবাণী সিনেমার প্রমোদকর ফাঁকির অপচেষ্টার সংবাদ জঙ্গিপুর সংবাদ পাঠক মাত্রেই পড়েছেন। জঙ্গিপুর সংবাদের দু'জন প্রতিনিধির চেষ্টায় প্রমোদকর তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সিনেমা কর্তৃপক্ষ প্রায় সাত হাজার টাকার অনাদায়ী প্রমোদকর জমা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মধ্যে সারটিফিকেট কেস করে আদায় করতে হয়েছিল চার হাজার বাষট্টি টাকা বিরাশি পয়সা। আর এবার যে খবর রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক থেকে পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা গিয়েছে, গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁদের দুহাজার টাকার ওপর প্রমোদকর নতুন করে বাকী পড়েছে। সেই টাকা আদায়ের জন্য জোর চেষ্টা চলছে।

কিসমৎ গাদীর কিসমৎ (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কথা ছিল, পাগলা ও বাঁশলইয়ের মুখে দুটো বাঁধ দিয়ে ফরাক্কার জলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার। কথা ছিল, ভাগীরথী দিয়ে ফরাক্কার জলপ্রবাহ সাময়িকভাবে কমিয়ে এই বাঁধ তৈরী করার। কথা ছিল, ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ জল ছাড়ার পরিমাণ ৪০ হাজার কিউসেক থেকে কমিয়ে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করবেন। কথা ছিল, ফরাক্কার জল কমিয়ে পাগলা ও বাঁশলই নদীর মুখে দুটো বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পর বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলিতে রবি মরশুমে রবি ফসল চাষের। আর কিসমৎ গাদী সেচ প্রকল্পে সবুজের সম্ভাবনায় রাজ্য সরকারী সবুজ সঙ্কেত পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থা চেয়েছিলেন নভেম্বর মাসেই কাজ শুরু করতে। সেই মত উদ্‌যোগ-আয়োজনও চলছিল। মাটি, দড়ি, বাঁশ দিয়ে বাঁশলই ও পাগলার মুখে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছিল, কিসমৎ গাদী সেচ প্রকল্পে সাজ সাজ রব পড়েছিল। কিন্তু সব ভেস্তে দিল ফরাক্কার জল, সব কাজ পিছিয়ে দিল ফরাক্কার জল, প্রকল্পগুলির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো ফরাক্কার জল। ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জল কমিয়ে ৩০ হাজার কিউসেক (বেসরকারী হিসেব) করে জল ছাড়তে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অসহযোগী ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল ১০ নভেম্বর। ভাগীরথী আবার ৪০ হাজার কিউসেক জলে টালমাটাল হল, কাজ চলা অবস্থায় পাগলা ও বাঁশলই নদীর মুখে বাঁধ তৈরীর কাজ বন্ধ করে দিতে হল, উজিরপুর—গাদী খালের পুনঃ সংস্কারের কাজ শিকেয় উঠলো। রবিশস্য বোনার আশা ব্যর্থ হ'ল, আগামী রবি মরশুমের কয়েক মাসে খয়রাতি সাহায্যের চাপ বাড়লো। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে এ হেন অকল্যাণের আভাস পেয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী চিন্তিত হলেন। চলতি মাসের চার তারিখে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে এই সমস্ত তথ্য ও উদ্বেগের কথা জানিয়ে কল্যাণবাবু বল্লেন, ১৮/১৯ নভেম্বর প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার পরিদর্শনে এসে সব কিছু দেখে গিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্য সচিবকে লিখেছেন। অবশ্য ব্যাপারটি দিল্লীর, কাজেই সেখান থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। কিসমৎ গাদীর কিসমৎ সম্পর্কে ওই দিনই সন্ধ্যায় আর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক দেবপ্রসাদ কাঞ্জিলাল জানালেন, আগামী বছর ৩১ মারচের মধ্যেই খাল সংস্কার তথা সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে, নইলে সাড়ে চার লাখ টাকা ফেরত চলে যাবে। কিন্তু টাকা ফেরত যেতে দেওয়া হবে না অথচ ফরাক্কার জল না কমালে প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়াও যাবে না। 'মুশকিল হয়েছে সব দিক থেকেই,' তিনি বল্লেন, 'এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তো আর কাজ করা যাবে না। তবে বেশী করে লোক খাটিয়ে আমরা কাজ তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করছি।' অতএব অদূর ভবিষ্যতে সতের কিলোমিটারে সবুজের সমারোহ ঘটছে, কিসমৎ গাদীর কিসমৎ খুলছে—এতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ আসছেন

বর্ত্তমান ভারতের সত্যধর্ম্ম নাম প্রচারক ও শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ আগামী ১১ ও ১২ পৌষ রঘুনাথগঞ্জ শহরে পদার্পণ করবেন ও বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থান করবেন। দর্শনার্থী ও দীক্ষার্থীদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জয়গুরু সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন।

সারা বাঙলা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

কবি মণীশ ঘটকের ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা বর্তিকার উদ্‌যোগে 'সারা বাঙলা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করা হয়েছে। 'কবি মণীশ ঘটকের কবিতায় সমাজচেতনা'—এই বিষয়বস্তুর ওপর বিজন ভট্টাচার্য, নারসেস কোয়ারটার, নিউ জেনারেল হসপিটাল, পোঃ বহরমপুর (পঃ বঃ) ঠিকানায় ৭ জানুয়ারী '৭৬-এর মধ্যে প্রবন্ধ জমা দিতে হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে ১০০, ৫০ ও ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বদান্যতা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর—জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় সাব-ডিভিসনাল অরবিন্দ সেনটেনারী কমিটির গৃহ নির্মাণের জন্য রঘুনাথগঞ্জ শহরে দু'কাঠা জমি দান করেছেন। সেখানে বাড়ী তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ মহকুমা শাসকের অফিসে কমিটির হিসাব-সংক্রান্ত সভায় এ তথ্য জানা যায়।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জনাই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার
একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

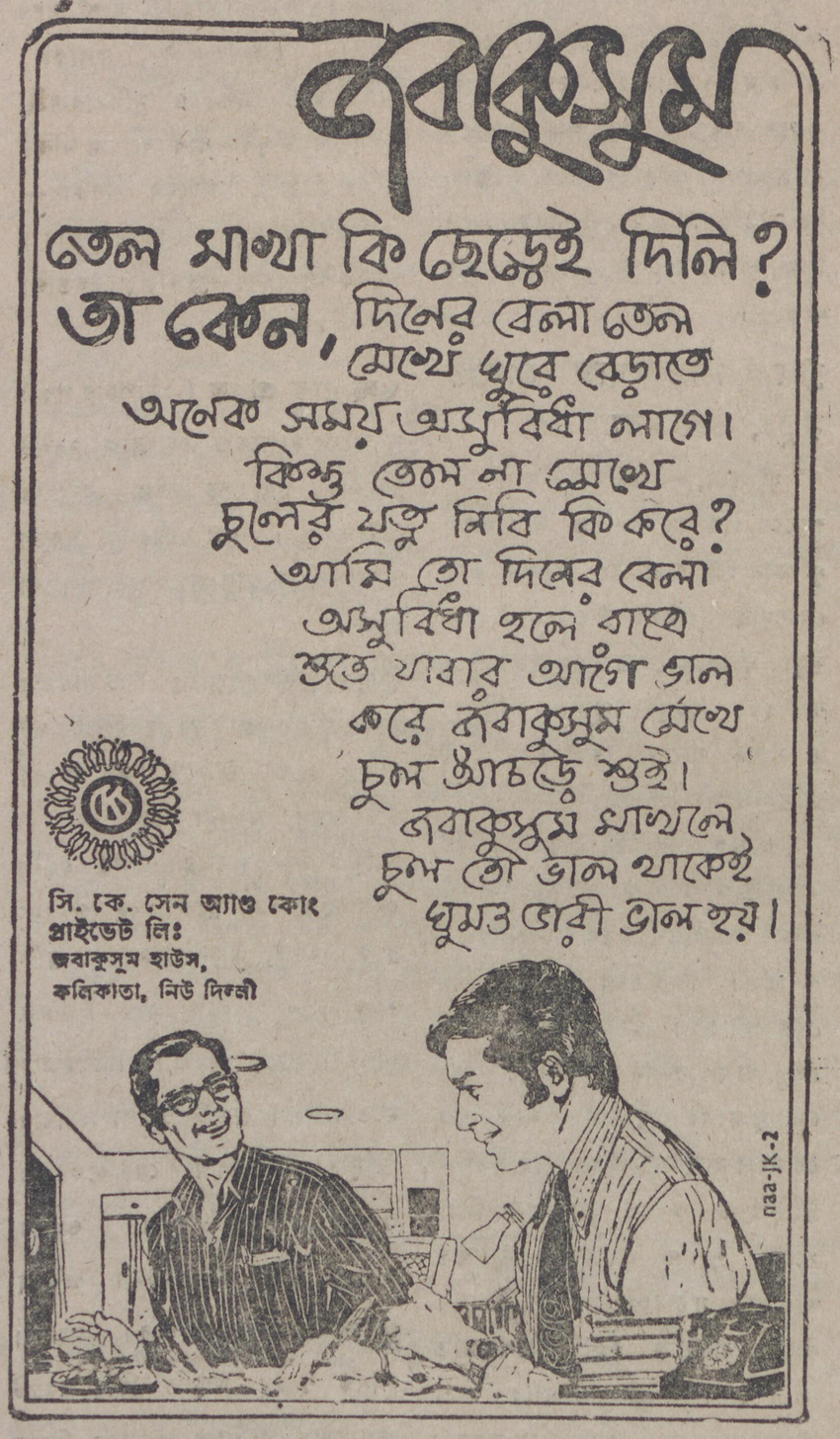

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।